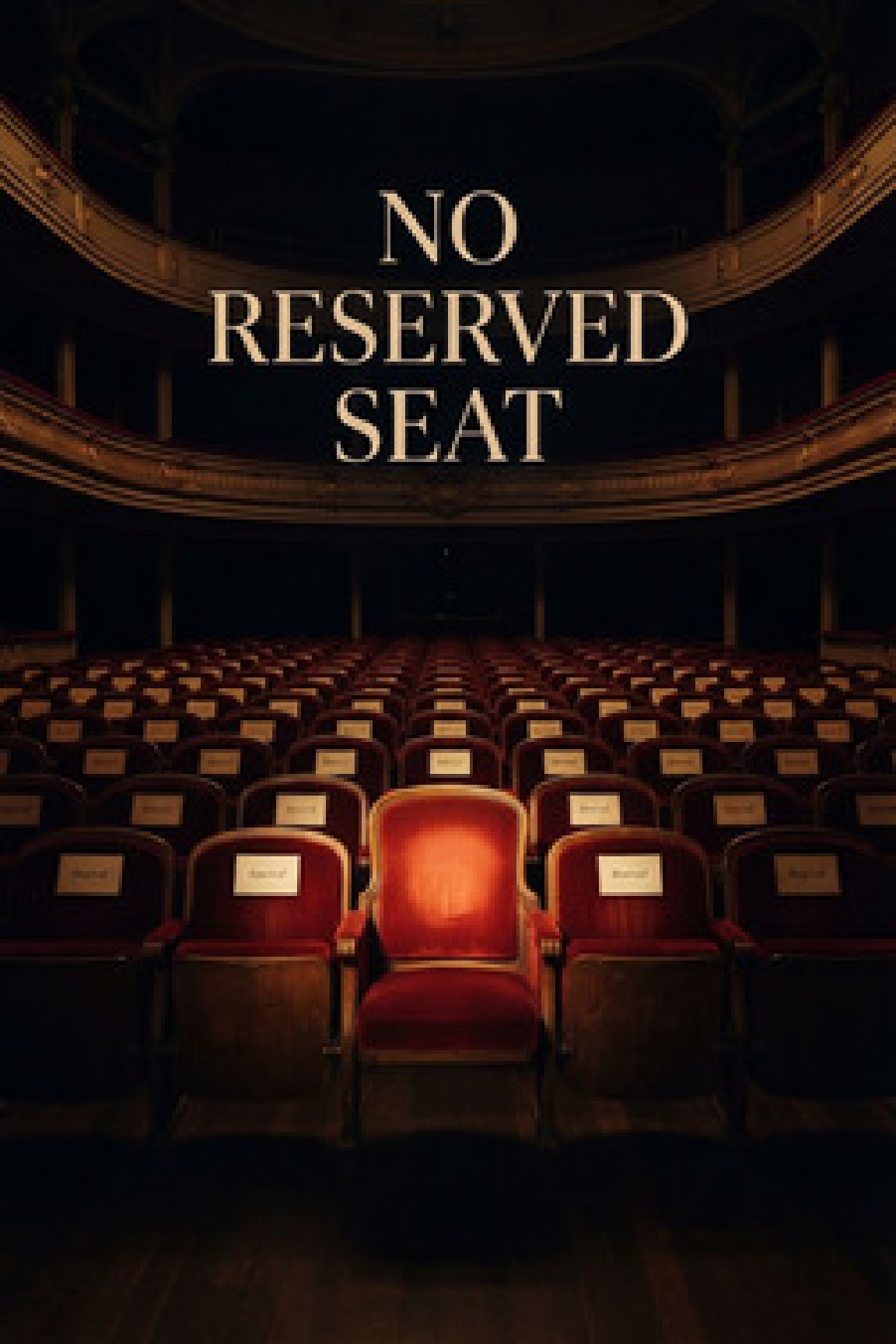

NO
RESERVED
SEAT

দ্বিতীয় পর্ব

চৌকাঠ 10

সংরক্ষিত আসন নেই

বহু বছর আমি বিশ্বাস করতাম, গল্পের কাজ ব্যাখ্যা করা।

একটা ঘটনা ব্যাখ্যা করা।

একটা জীবন ব্যাখ্যা করা।

একটা সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা।

একটা ভুল ব্যাখ্যা করা।

এ ছিল এক স্বাভাবিক বিশ্বাস।

যতবার আমরা কোনও বই পড়ি, কোনও গল্প শুনি বা কোনও জীবনী দেখি, আমরা একটা উত্তর পাওয়ার আশা করি।

একটা নীতিকথা।

একটা উপসংহার।

একটা গোছানো অর্থ।

তারপর আমি ভিন্ন কিছু আবিষ্কার করলাম।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলো ব্যাখ্যা করে না।

তারা চেনায়।

তারা তোমাকে বলে না কী ভাবতে হবে।

তারা তোমাকে চোখ তুলে বলায়:

“আমিও তো তাই।”

এ এক ছোট্ট ব্যাপার।

আর তবুও তা সবকিছু বদলে দেয়।

কারণ যে মুহূর্তে আমরা কোনও কিছুর মধ্যে নিজেদের চিনতে পারি, আমরা আর দর্শক থাকি না।

আমরা অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠি।

এই বই, এই চৌকাঠগুলো, এই দীর্ঘ পারাপার প্রশংসা জাগানোর জন্য লেখা হয়নি।

প্রশংসা ভঙ্গুর।

সে অল্প সময় টেকে।

সে দূরত্বের ওপর বাঁচে।

আমি অন্য কিছু চেয়েছিলাম।

আমি চেয়েছিলাম নৈকট্য।

নৈকট্য জন্ম নেয় কেবল তখনই, যখন একজন মানুষ অন্যের গল্পের ভেতরে নিজের একটা টুকরো চিনতে পারে।

দেশ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভাষা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পেশা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গুরুত্বপূর্ণ হল চিনতে পারা।

জীবনের পথে আমি বহু সীমান্ত পেরিয়েছি।

ভৌগোলিক।

পেশাগত।

ব্যক্তিগত।

আর প্রতিবার আমি একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

মানুষ নিজেরা যতটা ভাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি একে অপরের মতো।

শব্দ বদলায়।

অভ্যাস বদলায়।

ঐতিহ্য বদলায়।

কিন্তু প্রশ্নগুলো একই থেকে যায়।

ভয়।

ভালোবাসা।

অনুপস্থিতি।

আশা।

দায়িত্ব।

ক্ষতি।

অর্থের খোঁজ।

এই কারণেই একটা জায়গায় লেখা গল্প পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বোঝা যায়।

কোনও সংস্কৃতির কথা বলে বলে নয়।

বরং মানব-অবস্থার কথা বলে বলে।

যখন আমি আমার অভিজ্ঞতার টুকরোগুলো জোড়া দিতে শুরু করলাম, আমি কোনও গাথার কল্পনা করিনি।

আমি কোনও আখ্যান-ব্যবস্থার কল্পনা করিনি।

এমনকি কোনও গন্তব্যেরও কল্পনা করিনি।

আমি কেবল বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কী থেকে গিয়েছিল।

কাজের পরে।

ভ্রমণের পরে।

পরীক্ষাগুলোর পরে।

যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই মানুষদের পরে।

বছরগুলোর পরে।

উত্তর এল ধীরে ধীরে।

যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম থেকে গিয়েছিল।

আর যা কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি।

থেকে গিয়েছিল নীতিগুলো।

সম্পর্কগুলো।

শিক্ষাগুলো।

উপস্থিতিগুলো।

মেনে নেওয়া দায়িত্বগুলো।

রক্ষা করা বিশ্বস্ততাগুলো।

আর সর্বোপরি থেকে গিয়েছিল এমন কিছু, যার সংজ্ঞা আমি দিতে পারিনি।

এক ধরনের সুতো।

দূরবর্তী মনে হওয়া অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে একটা অদৃশ্য সংযোগ।

সেই একই সুতো, যা হয়তো তোমার জীবনেরও সঙ্গী হয়ে থেকেছে।

কারণ প্রতিটি অস্তিত্বের একটা গোপন বুনন আছে।

প্রথমে আমরা তা দেখতে পাই না।

আমরা বাঁচতে বড্ড ব্যস্ত।

ছুটতে।

সাড়া দিতে।

গড়তে।

তারপর একটা পর্যায়ে সময় আমাদের যথেষ্ট দূরত্ব দেয়।

আর শেষমেশ আমরা নকশাটা দেখতে শুরু করি।

নিখুঁত নয়।

সরলরৈখিক নয়।

কিন্তু বাস্তব।

হয়তো এই কারণেই আমরা গল্প বলি।

শেখানোর জন্য নয়।

চিনতে পারার জন্য।

যা ছিল, তা চিনতে পারার জন্য।

যা এখনও টিকে আছে।

যা দিয়ে যাওয়ার যোগ্য।

প্রায়ই লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, বার্তাটা কী।

সত্যি হল, বার্তা শুধু একটা নয়।

প্রতিটি পাঠক একটা ভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকবে।

কেউ নিজেকে চিনবে বাবার মধ্যে।

কেউ ছেলের মধ্যে।

কেউ হারানোর মধ্যে।

কেউ পুনর্জন্মের মধ্যে।

কেউ যাত্রার মধ্যে।

কেউ অসুখের মধ্যে।

কেউ ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে।

কেউ ভালোবাসার মধ্যে।

গল্পটা একই।

বদলায় প্রবেশপথ।

আর সেটা ঠিকই আছে।

কারণ কোনও আখ্যান পুরোপুরি তার নয়, যে তা লেখে।

যে মুহূর্তে তা পড়া হয়, তা তারও হয়ে যায়, যে তার ভেতর দিয়ে পার হয়।

আমি এই রূপান্তরকে সম্মান করতে শিখেছি।

তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে নয়।

তাকে চালনা করতে নয়।

তাকে ঘটতে দিতে।

শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পাঠক নিজের সামনের বইটা নতুন করে লেখে।

নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে।

নিজের ক্ষত দিয়ে।

নিজের স্মৃতি দিয়ে।

এই কারণেই কোনও চূড়ান্ত পাঠ নেই।

আছে হাজারো সম্ভাব্য পাঠ।

সবই বৈধ।

সবই খাঁটি।

সবই মানবিক।

এতদূর এসে, এতগুলো চৌকাঠ পেরিয়ে, কাউকে বিশ্বাস করানোর কোনও প্রয়োজন আমি অনুভব করি না।

আমার কিছু প্রমাণ করার নেই।

আমাকে কারও অনুমোদন খুঁজতে হবে না।

আমাকে কোনও স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে হবে না।

আমার কাছে একটা সহজতর সম্ভাবনাই যথেষ্ট।

কেউ একজন যেন, এই পাতাগুলো পড়তে পড়তে, একটা সংযোগবিন্দু খুঁজে পায়।

নিজেকে চিনতে পারা।

একটা প্রতিধ্বনি।

একটা বাক্য।

একটা অনুচ্ছেদ।

একটা নীরবতা।

এমন কিছু, যা তাকে ভাবায়:

“আমিই একমাত্র নই।”

হয়তো বলার মতো প্রতিটি আখ্যানের আসল কাজ এটাই।

মানুষে মানুষে দূরত্ব কমানো।

তা কয়েক মিনিটের জন্য হলেও।

কয়েক পাতার জন্য হলেও।

একটা চৌকাঠের জন্য হলেও।

কারণ পথের শেষে, যখন পদবিগুলো গুরুত্ব হারায়, যখন পরিসংখ্যান ধুলো হয়ে যায়, আর যখন সময় নিজের কাজ শুরু করে, তখন একটাই প্রশ্ন থেকে যায়।

কার প্রশংসা তুমি করেছ, তা নয়।

কাকে তুমি অনুসরণ করেছ, তা নয়।

কাকে তুমি অনুকরণ করেছ, তা নয়।

বরং কাকে তুমি চিনতে পেরেছ।

আর এই কারণেই এই চৌকাঠ আছে।

উপসংহার হিসেবে নয়।

আমন্ত্রণ হিসেবে নয়।

নির্দেশ হিসেবে নয়।

বরং একটা সম্ভাবনা হিসেবে।

এই পাতাগুলোতে যদি তুমি নিজের কিছু খুঁজে পেয়ে থাকো, তবে দরজা ইতিমধ্যে খোলা।

তোমাকে অনুমতি চাইতে হবে না।

তোমাকে কিছু প্রমাণ করতে হবে না।

তোমাকে শুধু তা পার হতে হবে।

নিজেকে চিনতে পারলে ভিতরে এসো।